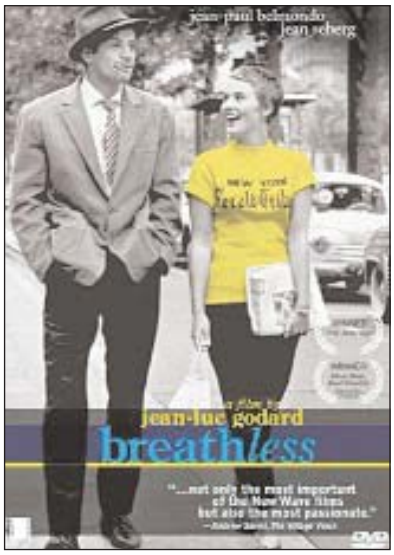

বিশ্বের সর্বকালের সেরা ২০ চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। বিশ্বের কোন চলচ্চিত্রটি কবে মুক্তি পেয়েছিল, কোন বিখ্যাত চলচ্চিত্রে কে কে অভিনয় করেছিল কিংবা এর তৈরির পেছনের ঘটনাই বা কী এসব নানা অজানা কৌতূহল দমন করেছে 'ভ্যানিটি ফেয়ার'। সম্প্রতি বিশ্বসেরা ৫০টি চলচ্চিত্রের তালিকা প্রকাশ করেছে তারা। ভ্যানিটি ফেয়ার অবলম্বনে লিখেছেন **তনিমা আরেফীন...**

১. অল অ্যাবাউট ইভ
টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরি ফক্স, ১৯৫০।
পরিচালক : জোসেফ এল. ম্যানকিউইজ
কাহিনী : জোসেফ এল. ম্যানকিউইজ
অভিনয় : বেটে ডেভিস, অ্যানি ব্যাক্সটার, জর্জ স্যানডারস্, সেলেস্তে হলস্, গ্যারি ম্যারিল, মেরিলিন মনরো প্রমুখ।
অস্কার : শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্র, শ্রেষ্ঠ পোশাক, শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন এবং শব্দসহ মোট সাতটি।
অল অ্যাবাউট ইভ মুক্তির পর ধারণা করা হয়েছিল, ডেভিস অর্থাৎ মারগো চ্যানিংয়ের চরিত্রটিতে টালুল্লাহ্ ব্যাঙ্কহিডের অনুকরণ করা হয়েছে। কারণ ডেভিসের চুল, কণ্ঠ এমনকি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক কিছুই ব্যাঙ্কহিডের মতো ছিল। এখানে ব্যাঙ্কহিডকে এমনভাবে বধ করা হয়েছিল যেন সেই মারগো চ্যানিং। তার রেডিও শো'র শ্রোতাদের সে বলেছিল বেটে ডেভিসের কাছে তার হাতগুলো পায়।

২. অ্যামারকোর্ড
এফসি প্রডিউজিওয়ান/পি.ই.সি.এফ ১৯৭৩
পরিচালক : ফেদরিকো ফেলিনি
কাহিনী : ফেদরিকো ফেলিনি এবং টোনিনো গুয়েরা
অভিনয় : পুপেলা মাজ্জিও, আরমান্ডো ব্রানসিয়া, মাগালি নোয়েল, সিস্সিও ইনগ্রাসিয়া, ব্রুনো জানিন, মারিয়া অ্যানেটোনিয়েটা, ফ্রিরুস্সিও ব্রিমবেলা প্রমুখ।
অস্কার : শ্রেষ্ঠ বিদেশী চলচ্চিত্র।
ফেলিনি ১৯৩০-এর দিকে যে শহরে বেড়ে উঠেছিলেন সেখানকার ফ্যাসিস্ট কাহিনীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এ ছবির প্রেক্ষাপট। ছেলেবেলা থেকে চারপাশের যেসব চরিত্র তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল তেমন সব চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি এ ছবিতে।

৩. অ্যানি হল
ইউনাইটেড আর্টিস্ট, ১৯৭৭
পরিচালক : উডি অ্যালেন
কাহিনী : উডি অ্যালেন এবং মার্শাল ব্রিকম্যান
অভিনয় : উডি অ্যালেন, ডিয়ান কেটন, টনি রবার্টস্, ক্যারোল কেন, পল সাইমন, ক্রিস্টোফার ওয়াকম্যান, জ্যানেট মারগোলিন প্রমুখ।
অস্কার : শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন।
উডি অ্যালেন (এলভি সিঙ্গার) মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছবির নাম 'অ্যানহেডোনিয়া' রাখতে চেয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে ইউনাইটেড আর্টিস্টের কথার তিনি ছবির প্রধান নারী চরিত্রের নামানুসারে নাম রাখেন অ্যানি হল।

৪. ব্লোআপ: প্রিমিয়ার
প্রোডাকশন্স/এমজিএম, ১৯৬৬
পরিচালক : মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এ্যানটোনিয়নি
কাহিনী : মাইকেল এ্যাঞ্জেলো অ্যানটোনিয়নি এবং টোনিনো গুয়েরা
অভিনয় : ভেনেসা রেডগ্রেভ, সারাহ্ মাইলস্, ডেভিড হেমিংস্, জন ক্যাসেল, জেন বিরকিন, পিটার বোলস্, জুলিয়ান চ্যামরিন প্রমুখ।
এ ছবির মূল স্ক্রিপ্টে বোলসের (ছবির চরিত্র রন্) একটি স্পিচ্ পরিচালক বাদ দিয়ে দেন। পরে বোলসের জোরাজুরিতে সেটি ফিরিয়ে আনা হয়। বোলসের মতে, পরিচালক স্পিচ্টি বাদ দিয়েছিলেন। কারণ তিনি সরাসরি না দেখিয়ে কাহিনী এমন রাখতে চেয়েছিলেন যেন দর্শক সেটি অনুমান করতে পারে।

৫. বন্নি এন্ড ক্লাইড
ওয়ার্নার ব্রাদার্স ১৯৩৭
পরিচালক : আর্থার পিন
কাহিনী : ডেভিন নিউম্যান এবং রবার্ট বেনটন।

অভিনয় : রেন বিটি, মাইকেল জে. পোলার্ড, জেন হ্যাকম্যান, ডেনভার পায়েল, ডাব টেলর, জেন উইলডার প্রমুখ।
অস্কার : শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্র, শ্রেষ্ঠ সিনেমাটোগ্রাফি।
এ ছবি তৈরির শুরুতে পরিচালক ডেভিড নিউম্যান ও রবার্ট বেনটন ফরাসি একজন পরিচালক দ্বারা প্রভাবিত হন। আমেরিকার কোনো স্টুডিওই তাদের কোনো ছবি ফরাসি পরিচালকের হাতে দিতে ভরসা পাচ্ছিল না। অবশেষে ছবির নায়ক বিটির সহায়তায় মরে যেতে যেতেও ছবিটি বেঁচে যায়। পরবর্তীতে বেশ নাম কুড়াতে সক্ষম হয়।

৬. ব্রেথলেস

ইউজিসি ডা ইন্টারন্যাশনাল
পরিচালক : জ্যালুক গদার ১৯৬০
কাহিনী : জ্যা লুক গদার ও ফ্রানকুইজ ট্রুফাউট
অভিনয় : জ্যা লুক বেলমন্ডো, জেন সেবার্গ, ড্যানিয়েল কুলানগার, লিলিয়ান ডেভিড প্রমুখ।
ব্রেথলেস্‌কে একটি স্বতঃফূর্ত ও সুন্দর সিনেমা হিসেবে তৈরি করতে পরিচালক যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তিনি প্রথমে পুরো ছবি শব্দহীনভাবে ধারণ করেন। তখন ডায়লগ নিজেই মনে মনে আওড়াতেন। পরে চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ডাবিং করা হয়।

৭. ব্রিংগিং আপ বেবি

আরকেও রেডিও পিকচার্স, ১৯৩৮
পরিচালক : হোয়ার্ড হাক্স
কাহিনী : ডেভলি নিকলস ও হ্যাগার ওয়াইলড্।
অভিনয় : ক্যাথরিনা হেপবর্ন, ক্যারি গ্রান্ট চার্লি রাগেলস্, ওয়ালটার কার্টলেট প্রমুখ।
জেল হাউস দৃশ্যে নায়িকা হেপবার্ন কনস্টেবলকে ধোঁকা দিতে এমন ভান করে যেন সে আর গ্রান্ট গ্যাংস্টার। সে কনস্টেবলকে গ্রান্টের যে ছদ্মনাম বলে সেটি আসলে গ্রান্টের হাসির ছবি। 'দ্য অফুল ট্রুথ'-এ ব্যবহৃত হয়েছিলো। গ্রান্ট অবশ্য এ ব্যাপারে হেপবার্নের সঙ্গে একমত ছিলেন না।

৮. ক্যাসাব্ল্যাংকা

ওয়ার্নার ব্রাদার্স ১৯৪৩
পরিচালক : মাইকেল কার্টিজ
কাহিনী : জুলিয়াস জে. এপসটেইন, ফিলিপ জে এপসটেইন ও হোয়ার্ড কোচ
অভিনয় : হাম্পহেরি বোগার্ট, ইনগ্রিড বার্গম্যান, পল হেনরেইড, ভলি উইলসন, মিটার লরে প্রমুখ।
অস্কার : শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ স্ক্রিন প্লে।
ছবি পুরো ধারণ করার পর পরিচালক ও অন্যান্যরা বোগার্ট ও বার্গম্যানের 'অ্যাজ টাইম গোজ বাই' গানটি পরিবর্তন করতে চান। ছবিটি দেখে যদিও মনে হবে এটি কয়েকবার ধারণ করা হয়। আসলে ঐ গানের দৃশ্যের পর বার্গম্যান তার চুল কেটে ফেলেন।

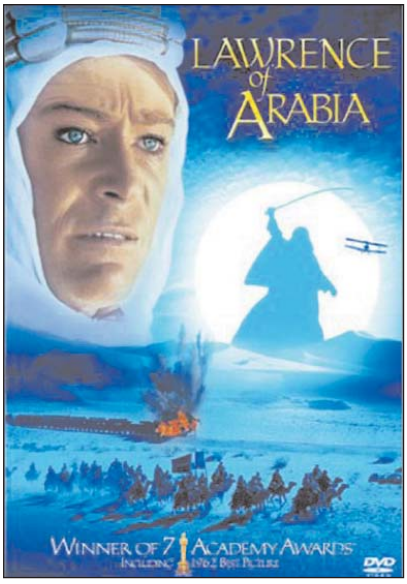

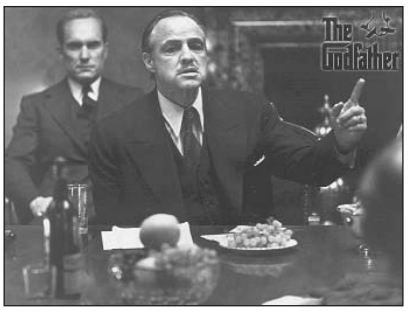

৯. চায়না টাউন

প্যারামাউন্ট পিকচার্স, ১৯৭৪
পরিচালক : রোমান পোলানস্কি
কাহিনী : রবার্ট টুইন
অভিনয় : জ্যাক নিকোলসন, জন হাসটন, পেরি লোপেজ, জন হিলারম্যান, ফায়ে ডুনাওয়ে প্রমুখ।
অস্কার : শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন
প্রথমে প্যারামাউন্ট পিকচার্স রবার্ট টুইনকে 'দ্য গ্রেট গ্যাটসবাই'-এর জন্য কাহিনী লিখতে বলে। এজন্য ১,৭৫,০০০ ডলার অফার করে। তখন টুইন 'চায়না টাউন' লিখতে শুরু করেন। খুব কম টাকায় অর্থাৎ ২৫,০০০ ডলারে চায়না টাউনের মূল স্ক্রিপ্ট প্যারামাউন্টকে দিয়ে দেন।

১০. সিটিজেন কেন

আরকেও রেডিও পিকচার্স, ১৯৪১
পরিচালক : অরসন ওয়েলস্
কাহিনী : হারম্যান জে. ম্যানকেউইচ, অরসন ওয়েলস্
অভিনয় : অরসন ওয়েলস্, জোসেফ কটন, ডরোথি কমিনগোর, রুথ রিক, রে কলিনস্ প্রমুখ।
অস্কার : শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন
উইলিয়াম র‍্যানডলফ
হিয়ারস্ট : যাকে অনুসরণ করে চার্লস ফস্টার কেইন চরিত্রটি সৃষ্টি এ ছবির জন্য সব ধরনের বিজ্ঞাপন নিষেধ করেছেন। এটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে। এমনকি হিয়্যারস্ট এ ছবিকে খুব বেশি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দিতে দেননি। ছোট শহরগুলোতে ছবিটি খ্যাতি কুড়াতে পারেনি। প্রযোজনা সংস্থা আরকেও এতে ১৫০,০০ ডলার লস করে।

১১. দ্য কনফরমিস্ট

মারস্ ফিল্ম প্রডিজিয়ান, মারিয়ান প্রোডাকশন্স, মারান ফিল্ম ১৯৭০
পরিচালক : বার্নারডো বারটোলুচ্চি
কাহিনী : বার্নারডো বারটোলুচ্চি (আলবার্তো সোরাভিয়ার উপন্যাস অবলম্বনে)
অভিনয় : জেন-লুইস, ট্রাইটিগন্যান্ট, স্টেফানিয়া সানড্রোলি, গ্যাসটোন মসচিন, ডমিনিকুই সান্ডা, পিররি ক্লেসেন্টি সিল্লি প্রমুখ।
ফ্যাসিস্টদের সাহায্য করতে গিয়ে 'ইটালিয়ান সরকার তার পুরনো শিক্ষক কাদ্‌রীকে (তারাস্‌ছিও) হত্যা করেন। মারশেল্লো ক্লিরিছিকে (ট্রিইটিগন্যান্ট) কাদরী'র ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেয়া হয়। সেটি ছিল ফ্রেঞ্চ পরিচালক জ্যা লুক গদারের ছবির পরিচালক ও গদার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন এবং এরা দুজনই ১৯৬৮ সালের রাজনৈতিক ডামাডোলের শিকার।

১২. ডাই হার্ড

টুইন্টিথ সেঞ্চুরি ফক্স, ১৯৪৪
পরিচালক : জন ম্যাকটিরনান
কাহিনী : জেব স্টুয়ার্ট এবং স্টিভেন ইডি সুজা ('নাথিং লস্ট ফরএভার' ও 'রোডেরিক থোর্প' উপন্যাস অবলম্বনে)।
অভিনয় : ব্রুস উইলস, অ্যালান রিকম্যান, আলেক্সজান্ডার গডুনোভ, বন্নি বেডেলিয়া প্রমুখ।
ছবির বেশির ভাগ অ্যাকশন দৃশ্যগুলোতে লস এঞ্জেলসের আকাশচুম্বী বিল্ডিংয়ের দরকার হয়। সেখানে বন্দুক বা গুলি ব্যবহার করা যাবে এমন একটি উঁচু বিল্ডিং খুঁজে বের করা পরিচালক ও অন্যদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। যদিও 'ফক্স ক্যালিফোর্নিয়ার সেঞ্চুরি সিটির 'ফক্স প্লাজা'য় শুটিং করার অনুমতি দিয়েছিল। ঐ ভবনের নিচের ফ্লোরগুলোতে চাকরিরত আইনজীবীদের ভয়ের কারণে তারা সেখানে শুটিং করতে পারেননি।

১৩. ডার্টি হ্যারি

ওয়ারনার ব্রাদার্স ১৯৭১
পরিচালক : ডন সিগেল
কাহিনী : হ্যারি জুলিয়ান ফিঙ্ক, আর এম ফিঙ্ক ও ডেন রিজনার।
অভিনয় : ক্লিন্ট ইস্টউড, হ্যারি গুয়ারডিনো, রেনি সানটোনি, অ্যান্ডি রবিনসন, জন ভারনন প্রমুখ।
অ্যান্ডি রবিনসন প্রথম অভিনয় করেন 'স্করাপিও'র একটি অংশে। পরিচালক ব্রডওয়ের একটি নাটকে মৃগীরোগীর চরিত্রে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন। রবিনসন স্ক্রিন টেস্টেও

টিকে গেলে পরিচালক একবাক্যে তাকে ছবিতে নিয়ে নেন। ছবিতে মানসিক ভারসাম্যহীন খুনির চরিত্রটিকে তিনি এতই বাস্তব করে তুলেছিলেন যে দর্শকের একাংশ তাকে সত্যিকারের খুনি ভাবতে বসেছিল।

১৪. ডাবল ইনডেমনিটি
প্যারামাউন্ড পিকচার্স, ১৯৪৪

পরিচালক : বিলি উইলডার
কাহিনী : বিলি উইলডার এবং রেমন্ড চ্যান্ডলার। (জেমস্ এম কেইনের উপন্যাস অবলম্বনে)
অভিনয় : ফ্রেড ম্যাকসারে, বারবারা স্টানওয়াক, এডওয়ার্ড, জি. রবিনসন, মোর্টার হল, জেন হেয়ার, টন পাওয়ারস্, বায়রন বার, ফরচুনিও বোনানোভা প্রমুখ।
স্টানওয়াক ম্যাকসারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে দৃশ্যে দেখা যায়, ম্যাকমোরকে যাতে রবিনসন না দেখে তাই অ্যাপার্টমেন্টের খোলা দরজার পেছনে লুকিয়ে পড়ে। অ্যাপার্টমেন্টের দরজা এভাবে কখনওই খোলা থাকে না তাই পরিচালকের চোখে এটা একটা বড় ভুল হলেও শেষ অবধি তিনি এটা ঠিক না করে এভাবেই দর্শকদের দেখান।

১৫. ডাম্বো
ওয়াল্ট ডিজনি পিকচার্স/ আরকেও রেডিও পিকচার্স, ১৯৪১
পরিচালক : বেন শার্পস্টিন।
কাহিনী : জোয়ি গ্রান্ট, ডিক হিমার এবং ওটো ইংল্যান্ডার।
অভিনয় (কণ্ঠ) : স্টারলিং হলওয়ে, এডওয়ার্ড ফোফি, ভারনা ফেলটন, হারমান বিং, ক্লিফ এডওয়ার্ডস
অস্কার : শ্রেষ্ঠ মিউজিক্যাল স্কোর।
ওয়াল্ট ডিজনির কাল্পনিক ছবি 'ফ্যান্টাসিয়া' ব্যবসায়িক সাফল্য না পেলেও তিনি ভেঙে পড়েননি। বরং নতুন করে কাল্পনিক অ্যানিমেটেড ছবি তৈরির পোকা তার মাথায় ঢোকে এবং তিনি ডাম্বো নির্মাণ করেন। ১৯৪৬ সালে ডিজনি স্যালভাদোর ডালিকে আমন্ত্রণ জানান, তার সঙ্গে অ্যানিমেটেড ছবি তৈরির জন্য যার চাহিদা কখনওই শেষ হবে না।

১৬. দ্য জেনারেল
ইউনাইটেড আর্টিস্ট, ১৯২৭
পরিচালক : বাস্টার কেটন, ক্লাইড বার্কম্যান
কাহিনী : বাস্টার কেটন ও ক্লাইড বার্কম্যান
অভিনয় : বাস্টার কেটন, মরিয়ান ম্যাক, গ্লেন ক্যাভেন্ডার, চার্লস স্মিথ, ফ্রাঙ্ক রার্নেস জিম ফার্লি জোয়িকেটন, মাইক ডনলিন প্রমুখ।
জেনারেল একটি স্থূলমানের হাসির ছবি। কেটন এটাকে আরেকটু বাস্তবধর্মী করে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ছবিতে যুদ্ধ চলাকালীন সরু রেললাইন ব্যবহার করতে তিনি পুরো ইউনিট নিয়ে রেললাইন খুঁজেছেন। অবশেষে বিস্তৃত এলাকা খুঁজে রেললাইন পেয়েছিলেন এবং ব্যবহার করেছিলেন। এখনও সেখানে রেললাইনটা সে রকমই আছে।

১৭. দ্য গডফাদার এবং দ্য গডফাদার পার্ট-২
প্যারামাউন্ট পিকচার্স, ১৯৭২ এবং ১৯৭৪
পরিচালক : ফ্রানসিস ফোর্ড কাপোলা
কাহিনী : ফ্রানসিস ফোর্ড কাপোলা ও মারিয়ো পুঁজো
অভিনয় (পার্ট-১) : মারলন ব্রান্ডো, আল পাচিনো, জেসন ক্যান, রবার্ট ডিউভাল, রিচার্ড ক্যাস্টেলানো, ডিয়ান কেটন, জন জ্যাজালে, টালিয়া শির, আল মার্টিনো প্রমুখ।
অভিনয় (পার্ট-২) : আল পাচিনো, রবার্ট ডি নিরো, রবার্ট ডিউভাল, ডিয়ান কেটন, লি স্ট্রাসবার্গ, মাইকেল ভি গ্যাডো, মারিয়া কার্টা প্রমুখ।
অস্কার (পার্ট-১) : শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ স্ক্রিনপ্লে।
অস্কার (পার্ট-২) : শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ স্ক্রিনপ্লে।
অস্কার (পার্ট-২) : শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ স্ক্রিনপ্লে, শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্র, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত, শ্রেষ্ঠ আর্ট ডিরেকশন ও সেট ডেকোরেশন।
১৯৯৪ সালের দিকে প্যারামাউন্ট পিকচার্স-এর প্রধান রবার্ট ইভানস, নোবেল বিজয়ী লেখক মারিয়োপুজোর সঙ্গে স্রেফ একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সেখানে জুয়া খেলা ছাড়া কোনো বিষয় ছিল না। ইভানসের মতে পুজো জুয়া খেলতে পছন্দ করতেন। তিনি ১০,০০০ ডলার তুলবেন বলে ইভানসকে জানান। পুজো তখন গডফাদার লেখা শেষ করেননি। এর আইডিয়ার পুরোটা তার মাথায় ছিল। সে মুহূর্তে ইভানস তার অসমাপ্ত গডফাদারের জন্য ১২,৫০০ ডলার প্রস্তাব করেন। তার ক'দিনের মাঝে বইটি সবচে বেস্ট সেলার তালিকায় এক নম্বরে পৌঁছে যায়। যদিও প্যারামাউন্ট পিকচার্স প্রথমে মাফিয়া ছবি তৈরিতে সম্মত ছিল না কারণ আগের সবগুলো মাফিয়া ছবি তাদের

প্রোডাকশনে প্রায় লালবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। শেষমেশ সারা বিশ্ব তোলপাড় করে দুটো গডফাদার ৭০০ মিলিয়ন ডলার ব্যবসা করে।

১৮. গোল্ডফিঙ্গার
ইউনাইটেড আর্টিস্ট, ১৯৬৪
পরিচালক : গাই হ্যামিলটন
কাহিনী : রিচার্ড মাইবায়াম, ও পল ডেন। (ইন ফ্লেমিংয়ের উপন্যাস অবলম্বনে)
অভিনয় : শ্যন কনোরি, হনোর ব্যাকম্যান, গার্ট ফ্রব, শার্লি এটন, তানিয়া মালেট, বার্নার্ড লি, মার্টিন বেনসন, লুইস ম্যাক্সওয়েক প্রমুখ
অস্কার : শ্রেষ্ঠ সাউন্ড ইফেক্টস
ইন ফ্লেমিং সহজ শর্তেই তার উপন্যাসে গোল্ডফিঙ্গার নামটি ব্যবহার করেন। মূলত এরনো গোল্ডফিঙ্গার ছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান আধুনিক স্থপতি। পরবর্তীতে তার নাম ব্যবহারের দায়ে বইয়ের প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা টুকে দেন। অবশ্য প্রকাশক কেপ এজন্য গোল্ডফিঙ্গারকে সম্মানীও দিয়েছিলেন। শেষের দিকে পরিচালক গোল্ডফিঙ্গার নামটি পরিবর্তন করতে চাইলেও কেপ সেটা করতে দেননি।

১৯. গোল্ড রাশ
ইউনাইটেড আর্টিস্ট, ১৯২৫
পরিচালক : চার্লি চ্যাপলিন
কাহিনী : চার্লি চ্যাপলিন, অভিনয় : চার্লি চ্যাম্পলিন, মার্ক শোয়াইন, টম মারে, হেনরি বার্গম্যান, ম্যালকম ওয়াইট, জর্জিয়া হালে।
কমেডি ছবি হলেও এর হাসির উপকরণ এসেছিল যথেষ্ট গুরুগম্ভীর দুটি উৎস থেকে। প্রথমটি ছিল: আলাস্কার চিলকুট পথে সোনার খোঁজ চলছিলো ১৮৯৬ সালে। সেখানে লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছিলো। দ্বিতীয়টি হলো নেভাদার একটা দল ১৮৪৬ সালে আলাস্কার বরফের মাঝে আটকা পড়ে যায় তাদের এমনকিছু অরুচিকর খাবার খেতে হয় যা ঐ সময়ে না হলে কখনও সম্ভব ছিল না। কেবল বেঁচে থাকার দায়ে তারা এগুলো খেয়েছিল। চ্যাপলিন পরে সেগুলো নিয়েও ব্যঙ্গ করেন।

২০. গন উইথ দ্য উইন্ড
এম জি এম, ১৯৩৯
পরিচালক : ভিক্টর ফ্লেমিং
কাহিনী : সিডনি হোয়ার্ড (মার্গারেট মিশেল-এর উপন্যাস অবলম্বনে)
অভিনয় : ক্লার্ক গ্যাবল, ভিভিয়ান লিহ্, লেসলি হোয়ার্ড, অলিভিয়া ডি হ্যাভিল্যান্ড, থমাস মিশেল, এ্যান রুদারফোর্ড প্রমুখ।
অস্কার : শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব চরিত্র, শ্রেষ্ঠ স্ক্রিনপ্লে, শ্রেষ্ঠ এডিটিং, আর্ট ডিরেকশন ও সিনেমাটোগ্রাফি।
ছবিতে ব্যবহৃত গানের স্মরণীয় লাইনগুলো মূলত হলিউডের প্রোডাকশনগুলোতে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরে অবশ্য প্রযোজক ডেভিড. ও স্লেজনিক ৫,০০০ ডলারের বিনিময়ে গানের আসল লাইনগুলোই সংযুক্ত করেছিল।